শহর ও জেলার খবর

উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকা

প্রথম : ৪৯৮ (৯৯.৬ শতাংশ) শোভন মণ্ডল (বীরভূম জেলা স্কুল, বীরভূম) ও রাজর্ষি বর্মণ (জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার)।

দ্বিতীয় : ৪৯৬ (৯৯.২ শতাংশ) সংযুক্তা বসু (বিধাননগর গভ: হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), তন্ময় মাইকাপ (বাজকুল বলাইচন্দ্র বিদ্যাপীঠ, পূর্ব মেদিনীপুর), ঋতম নাথ (কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, নদিয়া), স্বর্ণদীপ সাহা (দিনহাটা হাইস্কুল, কোচবিহার), মহম্মদ মাসুম আখতার (সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির, দক্ষিণ ২৪ পরগনা), অনাতপ মিত্র (জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার)।

তৃতীয় : ৪৯৪ (৯৮.৮ শতাংশ) বর্ণালী ঘোষ (নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়, হুগলি), সুপ্রিয় চক্রবর্তী (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল, বর্ধমান), মৃন্ময় মণ্ডল (গোবরডাঙা খাটুরা হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), সুপ্রিয় শীল (মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়, হুগলি)।

চতুর্থ : ৪৯২ (৯৮.৪ শতাংশ) মহাকাশ রক্ষিত (বাঁকুড়া জেলা স্কুল, বাঁকুড়া), ঐতিহ্য সাহা (জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার), রাকেশ দে (সাঁইথিয়া টাউন হাইস্কুল, বীরভূম), শ্রমণ জানা (শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দির, হুগলি), শ্রেয়শ্রী সরকার (টাকি হাউস মাল্টিপারপাস গার্লস হাইস্কুল, কলকাতা), কমল দাস (ত্রিবেণী থার্মাল ড. বি সি রায় বিদ্যালয়, হুগলি)।

পঞ্চম: ৪৯১ (৯৮.২ শতাংশ) অভিজিৎ সাহু (বৈতা মহেন্দ্রনাথ হাইস্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর), রত্নদীপ সেন (বন আশুরিয়া হাই স্কুল, বাঁকুড়া), সৌরভ কাবারী (বসন্তপুর ঝড়েশ্বর বাণী ভবন, পশ্চিম মেদিনীপুর), তীর্থরাজ রায় (বহরমপুর জে এন অ্যাকাডেমি, মুর্শিদাবাদ), শীর্ষেন্দু ঘোষ (বীরভূম জেলা স্কুল, বীরভূম), পুষ্পেন্দু খান (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল, বর্ধমান), সূর্যতপ বসু (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা), সাগর সরকার (ইসলামপুর হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর), সত্যম কর (যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলকাতা), প্রত্যয় দে (বহরমপুর জে এন অ্যাকাডেমি, মুর্শিদাবাদ), বীরেশ্বর ঘোষ (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা), সহিতাগ্নি চক্রবর্তী (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), অনির্বাণ খাঁড়া (রামনগর নুটবিহারী পালচৌধুরী হাইস্কুল, হুগলি), অর্ক দাস (সারদা বিদ্যাপীঠ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)।

ষষ্ঠ : ৪৯০ (৯৮ শতাংশ) পল্লব ঘোষ (পাঠভবন, কলকাতা), কিরণ মণ্ডল (বাগনান হাইস্কুল, হাওড়া), মোজাম্মেল হক (বাঁকুড়া জেলা স্কুল, বাঁকুড়া), স্বর্ণজিৎ পোদ্দার (বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির, কলকাতা), অর্পণ দাস (বেঙ্গল ইঞ্জিয়িারিং কলেজ মডেল স্কুল, হাওড়া), তিতলি মুখোপাধ্যায় (বাসতারা যজ্ঞেশ্বর হাইস্কুল, হুগলি), সপ্তর্ষি রায় (গাজল এইচ এন এম হাইস্কুল, মালদহ), সৌম্য সামন্ত (নবনালন্দা হাইস্কুল, কলকাতা), ধ্রুব মিত্র (হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল, হুগলি), স্নিগ্ধা বর্ধন (কালীগতি স্মৃতিনারী শিক্ষা নিকেতন, বীরভূম), অত্রি বিশ্বাস (কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, নদিয়া), শঙ্খদীপ বেরা (মঙ্গলামারো মঙ্গল অ্যাকাডেমি , পূর্ব মেদিনীপুর), অর্ধেন্দু মৌলি ঘোষ (মেমারি ভি এম ইনস্টিটিউশন, বর্ধমান), স্বর্ণেন্দু পাল (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ময়ুখমালি দাস (নবনালন্দা হাইস্কুল, কলকাতা), সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হাইস্কুল, রহড়া)।

সপ্তম : ৪৮৯ (৯৭.৮ শতাংশ), সুনয়ন সরকার (আরামবাগ হাইস্কুল, হুগলি), শফিদা খাতুন (বাগান্ডা জটাধারী হাইস্কুল, হাওড়া), সৈতক বেরা (বালিপুর মোলাটোলা হাইস্কুল, হুগলি), স্বপ্নময় গঙ্গোপাধ্যায় (হেয়ার স্কুল, কলকাতা), ইন্দ্রনীল রায় (মাথাভাঙা হাইস্কুল, কোচবিহার), সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় (বাঁকুড়া জেলা স্কুল, গভ:, বাঁকুড়া), রাজীব হাজরা (বোলপুর হাইস্কুল, বীরভূম), শুভ্রশঙ্কর দত্ত (কাঁথি হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর), অয়ন মজুমদার (ধূপগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি), রূপম দে (জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার), মৈনাক মান্না (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা), শ্রীজিতা দাস (রাজকুমারী সন্তানময়ী হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর), দেবরূপ সিনহা (সেন্ট লরেন্স হাইস্কুল, কলকাতা), সৌতম ভট্টাচার্য (উত্তরপাড়া গভ: হাইস্কুল, হুগলি)।

অষ্টম : ৪৮৮ (৯৭.৬ শতাংশ) সৌম্যদীপ পারিয়া (পথফাইন্ডার এইচ এস পাবলিক স্কুল, কলকাতা), গৌরব সিংহ (বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়, বাঁকুড়া), হৃষিত ঘোষ (বারাসত মহাত্মা গান্ধি মেমোরিয়াল হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), কুন্তল দাস (বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল স্কুল, হাওড়া), নবেন্দু ঘটক (আরামবাগ হাইস্কুল, হুগলি), রাতুল সামন্ত (এগরা ঝাটুলাল হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর), নীলমণি সাহা (বহরমপুর জে এন অ্যাকাডেমি, মুর্শিদাবাদ), শ্রীজিতা ঘোষ (বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা), শুভদীপ নন্দী (বাঁকুড়া জেলা স্কুল, বাঁকুড়া), নৌরিন খাতুন (বুধিয়া হাই মাদ্রাসা, মালদহ), দেবজ্যোতি পাল (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল, বর্ধমান, শুভম মাইতি (কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশন, পূর্ব মেদিনীপুর), স্বপ্ননীল সেন (পালাকাটা হাইস্কুল আলিপুরদুয়ার), দেবপ্রিয় শীল (হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল, হুগলি), মধুরিমা দত্ত (কালিয়াগঞ্জ প্রভাতী সুন্দরী হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর), অয়ন চক্রবর্তী (কল্যাণী ইউনিভার্সিটি এক্সপেরিমেন্টাল এইচএস, নদিয়া), আদিত্য বসু (কাউতলা আর কে এ হাইস্কুল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা), কাজি ফৈয়াজ আহমেদ (খালাদপুর হাই মাদ্রাসা, হাওড়া), সায়ন্তন সাহা (মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়), অভিজিৎ গুপ্ত (ময়নাগুড়ি হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি), মৌলিন্দু কুণ্ডু(নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ঋদ্ধিমান বিশ্বাস (পথফাইন্ডার এইচএস পাবলিক স্কুল, কলকাতা), সাইনি আলম (রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল, উত্তর দিনাজপুর), সৌমিক সরকার (রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদহ), শ্রেয়া দাস (রামনগর হাইস্কুল, বর্ধমান)।

নবম : ৪৮৭ (৯৭.৪ শতাংশ) ঈশিতা চট্টোপাধ্যায় (চন্দননগর গৌরীশঙ্কর হাইস্কুল, হুগলি), ঈশিতা পণ্ডা (দুবড়া আদর্শ বিদ্যামন্দির হাইস্কুল, ঝাড়গ্রাম), দিশিকা মান্না (গোপালগঞ্জ প্রিয়নাথ বাণী ভবন, পূর্ব মেদিনীপুর), সায়ন পান (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা), শুভম পাল (ইসলামপুর হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর), ঋতপ্রিয় প্রধান (ঝাড়গ্রাম কে কে ইনস্টিটিউশন, ঝাড়গ্রাম), সোমা সাহা (মানিকচক শিক্ষানিকেতন, মালদহ), কৌস্তভ চক্রবর্তী (মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল, পশ্চিম মেদিনীপুর), প্রিয়া মুরলী (মুথাডাঙা আর কে হাইস্কুল, হুগলি), সূর্যতপা সাঁতরা (হাঁসচরা মৃত্যুঞ্জয় ধনঞ্জয় হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর), মৈনাক জানা (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা), অস্মিতা চট্টোপাধ্যায় (পুরুলিয়া গভ: হাইস্কুল, পুরুলিয়া), প্রীতিলতা রাজবংশী (রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর), সৌম্যদীপ খান (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), সুমন মাহাত (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন, প: মেদিনীপুর), সোমলগ্না চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর গার্লস হাইস্কুল, হুগলি), হৈমন্তিকা কর্মকার (রায়গঞ্জ করোনেশন স্কুল, উত্তর দিনাজপুর), অনিকেত ঘোষ (শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ, দার্জিলিং), দেবমিত্রা দাস (সিঙ্গুর গোলাপমোহিনী মল্লিক গার্লস হাইস্কুল, হুগলি), মানসপ্রতিম বিশ্বাস (স্প্রিংডেল হাইস্কুল, নদিয়া), নিলয় চক্রবর্তী (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), তৃষিতা হাসান (সুনীতা অ্যাকাডেমি, কোচবিহার), লক্ষ্মীপ্রিয়া পতি (বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাইস্কুল, বাঁকুড়া), আয়ুষ পণ্ডিত (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা)।

দশম : ৪৮৬ (৯৭.২ শতাংশ) শ্রেয়া সরকার (আলিপুরদুয়ার গার্লস হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার), ধ্রুব নন্দী (বি টি রোড গভ: স্পনসর এইচ এস স্কুল, কলকাতা), অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজিয়েট স্কুল, বাঁকুড়া), দীপপ্রকাশ বসু (বরাহনগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির, কলকাতা), সুনন্দা মণ্ডল (বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাইস্কুল, বর্ধমান), কমল সাউ (জ্ঞানভারতী বিদ্যাপীঠ বয়েজ, কলকাতা), সাগর চন্দ (বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল, বর্ধমান), আরজু সুলতানা (চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউসন, মালদহ), ঋতজিৎ সেন (টাকি হাউস গভ: স্পনসর মাল্টিপারপাস স্কুল ফর বয়েজ, কলকাতা), প্রণবপ্রীতা মণ্ডল (রামপুরহাট গার্লস হাইস্কুল, বীরভূম), অনুপম পাল (কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশন, পূ: মেদিনীপুর), সুশোভন দাস (দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল, কলকাতা), রম্যজিৎ সরকার (বাঁকুড়া জেলা স্কুল, বাঁকুড়া), অগ্নিভ দাস (হাওড়া জেলা স্কুল, হাওড়া), অনন্যা সিংহ (জলপাইগুড়ি গভ: গার্লস স্কুল, জলপাইগুড়ি), সুযশ পাল (জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার), কোমল সিংহ (ন্যাশনাল হাইস্কুল, কলকাতা), অয়নীল নন্দী (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), অরবিন্দ পাঁজা (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন, প: মেদিনীপুর), দীপ্তেশ পাল (রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবন, বীরভূম), প্রিয়া দে (শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল, দার্জিলিং), মাফুজা খাতুন (এস এম টি জওহর নন্দী বিদ্যাপীঠ, কলকাতা), অদ্রিদেব মণ্ডল (রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা), শৃন্বন্তী সাহা (সুনীতি অ্যাকাডেমি, কোচবিহার), অর্পিতা মৃধা (তমলুক হাইস্কুল, পূব: মেদিনীপুর), দেবজ্যোতি মাজি (তারকেশ্বর হাইস্কুল, হুগলি)।

কাকদ্বীপের ছাত্র উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৭ মে— এ-বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলায় জয়জয়কার। কাকদ্বীপ সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র মহম্মদ মাসুম আখতার ৪৯৬ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছে। মাধ্যমিকেও সে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। তার সাফল্যে খুশি পরিবার-প্রতিবেশী ও স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক মহল।

এদিকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও মেধার পরিচয় দিয়ে মিশনের শিক্ষার মান ধরে রাখল। এবছর মিশনের ৬ জন ছাত্র প্রথম দশের মধ্যে আছে। পঞ্চম হয়েছে দু'জন ছাত্র সূর্যতপ বসু ও বীরেশ্বর ঘোষ। প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১। ষষ্ঠ হয়েছে স্বর্ণেন্দু পাল (৪৯০), সপ্তম মৈনাক জানা (৪৮৯)। অষ্টম মৌলিন্দু কুণ্ডু (৪৮৮), নবম সায়ন পাল (৪৮৭)।

দলীয় কর্মীদের আস্থা ফেরাতে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ মে— দখল হয়ে যাওয়া তৃণমূল কার্যালয় দখলমুক্ত করতে পথে নামলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুরু করেন খড়গপুর গ্রামীণের পাঁচখুরি গ্রামপঞ্চায়েতের কালিকাপুর থেকে। শেষ করেন কেশপুরে। যেখানেই গিয়েছেন বিজেপি ও সিপিএমের হাতে অত্যাচারিত মানুষ ছুটে এসেছেন তাঁর কাছে। তুলে ধরেছেন কিভাবে তাঁদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছে। একের পর এক ঘরবাড়ি ভাঙচুর করার পর লুঠপাট চালানো হয়েছে। এখানে তৃণমূলের কার্যালয় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটি ঘুরে দেখেন তিনি। দলীয় নেতা-কর্মীদের সান্ত্বনা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, যত দ্রুত সম্ভব এই পার্টি অফিস পুনরায় গড়ে তোলা হবে। যতদিন না তা করা যাচ্ছে, ততদিন এর পাশে একটি অস্থায়ী পার্টি অফিস খুলে বসতে।

কালিকাপুর গ্রামের লতিকা মাহাত, মিনু সিং, সুমনা সিং জানান, তাঁদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে লুঠপাট চালানো হচ্ছে। স্বামী ও ছেলেরা ঘরছাড়া। তাঁদের পেলেই কাটবে বলেছে বিজেপি ও সিপিএমের লোকেরা। গত তিনদিন ধরে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। পরিবহণমন্ত্রী তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আপনাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উদ্বিগ্ন। তিনি আপনাদের পাশে দাঁড়াতে আমাকে পাঠিয়েছেন। কোনও ভয় নেই। মন শক্ত রাখুন। আপনাদের ভেঙে দেওয়া ঘর আমরাই করে দেব। দোষীরা শাস্তি পাবেই।'

এরপর তিনি শালবনি ব্লকের সুন্দরা, বালিজুড়ি, সৈয়দপুর, মণ্ডলকুপি গ্রামে যান। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই বিজেপি'র হুমকির জেরে কয়েকটি পার্টি অফিস বন্ধ ছিল। শুভেন্দু যেতেই এদিন এগুলি খুলে বসেন কর্মী-সমর্থকরা। বালিজুড়ি গ্রামে কালিপদ রায়, কানু রায়, অশ্বিনী রায় সহ ৩২ জন তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর করে লুঠপাট চালানো হয়েছে। এখানে একটি পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দুকে কাছে পেয়ে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বলেন, বারবার জানানো স্বত্ত্বেও পুলিশ আসেনি। শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্য পুলিশ এখন আর নির্বাচন কমিশনের অধীনে নেই। মমতা ব্যানার্জি পুলিশমন্ত্রী আর তাঁরই দলের নেতা-কর্মীরা মার খাবেন, বাড়িঘর ভাঙচুর হবে, এ জিনিস বরদাস্ত করা হবে না। আমরা বদলার রাজনীতির চাই না। উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি হোক।' মণ্ডলকুপি গ্রামে বিপদরঞ্জন ভুঁইয়া নামে এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে ভাঙচুর ও লুঠপাট চালানো হয়েছে। প্রাণভয়ে তিনি ঘরছাড়া। বাড়ির মহিলাদের মারধর করা হয়েছে। তিনি তাঁদের বাড়ি যান, সাহস যোগান। এখানে একটি বড় পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি সেটি ঘুরে দেখেন। দলের কাজ শুরু করার কথা বলেন।

এরপর তিনি চন্দ্রকোনা রোডের গড়বেতা বিধানসভার গুইয়াদহ, আঁধার নয়ন, বহড়াশোল গ্রামে যান। বিজেপি ও সিপিএমের হার্মাদদের হুমকির জেরে এখানে গত চারদিন ধরে বন্ধ ছিল তৃণমূলের কার্যালয়। শুভেন্দু যেতেই নেতা-কর্মীরা এগুলি খোলেন। এরপর তিনি চন্দ্রকোনা টাউন ঘুরে কেশপুরে আসেন। কেশপুর বাজারে তৃণমূল কার্যালয়ে জড়ো হয়েছিলেন ঘরছাড়া তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। এখানেও সাতটি পার্টি অফিস বেদখল হয়ে গিয়েছে। রাত হয়ে যাওয়ায় সেগুলি আর খুলতে যাননি। নেতা-কর্মীদের বলেন, 'কেশপুরে যে ওষুধু প্রয়োগ করে সিপিএমের অত্যাচার রুখেছিলাম এবার সেই ওষুধই প্রয়োগ করা হবে। এই হিংসার রাজনীতি আমরা বরদাস্ত করব না।'

কর্মীদের বলেন, 'ভয় পাবেন না। এখনও এই রাজ্যে শাসকদল তৃণমূল। লোকসভা ভোটেও তৃণমূল ২২টি আসনী পেয়ে ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৬১টি বিধানসভা আসনেই তৃণমূল জয় ধরে রাখতে পেরেছে। এখনও তৃণমূল সরকার ২৪ মাস রয়েছে। কিভাবে দখল হওয়া পার্টি অফিস পুনর্দখল করতে হয় আমি জানি।'

সোমবার দুপুরে তিনি মেদিনীপুর সার্কিট হাউসে আসেন। সেখানে মেদিনীপুর কেন্দ্রের প্রার্থী মানস ভুঁইয়া, মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র, বিধায়ক আশিস চক্রবর্তী, দীনেন রায়, শ্রীকান্ত মাহাত, প্রদ্যেত ঘোষ, জেলা সভাপতি অজিত মাইতি, সভাধিপতি উত্তরা সিংহ হাজরা, জেলা নেতা নির্মল ঘোষকে নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। এরপর তাঁদের নিয়েই আক্রান্ত এলাকায় যান। বুধবার থেকে প্রতিটি ব্লকে মিছিল হবে।

লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনার পর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লকের রামনগর, হাতিহল্কা, রাজারবাগান, পাঁচখুরি সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ভাঙচুর করে দখল করে এবং তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকদের মারধর করে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা বলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ। এছাড়াও কেশপুর ব্লকে তৃণমূলের ১৪টি দলীয় কার্যালয় দখল করে তৃণমূল কর্মীদের ব্যাপক মারধর করেছে বিজেপির লোকেরা বলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার মেদিনীপুরে আসেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবু তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি, মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রাজ্যসভার সাংসদ ডা. মানস ভুঁইয়া, বিধায়ক দীনেন রায়, প্রদ্যোৎ ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মুকুল সামন্ত সহ অন্যান্য দলীয় নেতাদের নিয়ে মেদিনীপুর সদর ব্লকের কালিনগর, রাজারবাগান, পাঁচখুরি সহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং বিজেপির হামলায় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীদের সাথে কথা বলেন। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মেদিনীপুর সদর ব্লকের পাশাপাশি কেশপুরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বিজেপির হামলায় আক্রান্তদের সাথে কথা বলেন। শুভেন্দুবাবু বিজেপির হামলায় আক্রান্ত দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের বলেন আপনারা ভয় পাবেন না। আপনাদের পাশে দল রয়েছে। সিপিএমের হার্মাদরা গেরুয়া জার্সি পরে এখন বড় বিজেপি নেতা হয়ে এই এলাকার বিভিন্ন গ্রামে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, বেছে বেছে তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করছে। পুলিশকে বলেছি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। তিনি আরও বলেন যে রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই আপনারা ভয় পাবেন না। বিজেপির লোকেরা হামলা করতে এলে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন, দলীয় নেতাদের ফোন করে দ্রুত বিষয়টি জানাবেন। আমি আপনাদের পাশে রয়েছি। আপনারা ভয় পাবেন না। তিনি দলের নেতাদের সাথেও বিজেপির হামলা ও সন্ত্রাস নিয়ে বিস্তারিতভাবে কথা বলেন।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা : ৫ সদস্যের তদন্তে কমিটি গঠন করল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি— বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করল নবান্ন। কমিটির নেতৃত্ব দেবেন নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া তদন্ত কমিটিতে থাকছেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল অনুজ শর্মা, অতিরিক্ত কমিশনার (১) জাভেদ শামিম, কলেজের অধ্যক্ষ গৌতম কুণ্ডু এবং আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ওসি কৌশিক দাস। নির্বাচন বিধি উঠে যাওয়ার পরই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় মূল অভিযুক্তদের গরাদের ওপারে পাঠাতে তৎপর প্রশাসন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারির পাশাপাশি দ্রুত এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নবান্ন। প্রসঙ্গত, এই ঘটনার পর কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করা হয়েছিল। ঘটনার দিনের মোট ৫০টির ওপর ভিডিও ফুটেজ হাতে এসেছিল তদন্তকারী আধিকারিকদের। উত্তেজনা সৃষ্টির ঘটনায় আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার তরফ থেকে ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। কলেজের এক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নামে পুলিশ। ১৪ মে বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অমিত শাহের পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় উত্তর কলকাতার একাংশে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে মিছিল যাওয়ার সময় অমিত শাহকে কালো পতাকা দেখায় কিছু তৃণমূল সমর্থক। 'গো ব্যাক' স্লোগানও দেওয়া হয় সেই সময়। সেইসময় পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ সমর্থ হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর কলেজের পাশ দিয়ে মিছিল যাওয়ার সময় পুনরায় একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেখানে উত্তেজনা ছড়ায় ব্যাপক আকারে। বাইকে আগুন ধরানো থেকে শুরু করে কিছুই বাদ যায়নি। তবে কলেজের মধ্যেও কিছু বিজেপি সমর্থক ঢুকে পড়ে। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটে। যার ফলে শুধু রাজ্যেই নয়, দেশজুড়েই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়।

এলাকায় কর্মীরা আক্রান্ত হলেও তৃণমূলের নতুন দুই সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ও নুসরাত জাহান দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে।

বারাকপুর, ভাটপাড়া, নৈহাটির দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের নির্দেশ নবান্নের

নিজস্ব প্রতিনিধি– নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরে রাজ্যজুড়ে সংঘর্ষের ঘটনা অব্যাহত। বিশেষ করে বারাকপুর, নৈহাটি, জগদ্দল এবং ভাটপাড়া ,হালিশহর অঞ্চলেও হিংসা এবং বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চলেছে। বারাকপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল হয়ে গেছে। বহু পার্টি কর্মী ঘরছাড়া । আর পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুস্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বারাকপুর, ভাটপাড়া এবং নৈহাটি অঞ্চলের সমস্ত দুষ্কৃতী যাতে গোলমাল পাকাতে না পারে সেব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই সমস্ত দুষ্কৃতীর আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। সূত্রের আরও খবর, নিবাচন পরবর্তী সন্ত্রাস ঠেকাতে সমস্ত জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের নিয়ে শীঘ্রই বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বারাকপুর অঞ্চলে তৃণমূলের হারের ঘটনার পরেই হালিশহর,নৈহাটি, জগদ্দল, ভাটপাড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লাগাতার সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা ভীত এবং সন্ত্রস্ত। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে পুলিশ নামিয়েও অবস্থা আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। এদিকে সোমবার জগদ্দলে তৃণমূলের ঘরছাড়া কয়েকটি পবিরারের সদস্যরা নবান্নে এসে রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করেন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ঘরছাড়া তৃণমূল কর্মীরা বলেন, আমরা বাড়িতে ফিরতে পারছি না। বাড়িতে ফিরলেও তাঁদের উপর হামলা হবে। পুলিশকে জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছেনা। জগদ্দলের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বাসিন্দা কার্তিক নাগ এবং পম্পা নাগ অভিযোগ করেন, তাঁদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। এলাকায় বিজেপি গুন্ডারা পাঁচশো পরিবারকে ঘরছাড়া করেছে। অবিলম্বে ঘরছাড়াদের বাড়িতে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে তাঁরা রাজ্য পুলিশের ডিজিকে অনুরোধ করেছেন। কিছুদিন আগে উত্তপ্ত ভাটপাড়ার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যপুলিশের ডিজি সেখানে গিয়েছিলেন। পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি। আর সেকারণে অবিলম্বে এলাকার দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলায় সিপিএমের শক্তিক্ষয় নিয়ে উদ্বেগে পলিট ব্যুরো

নিজস্ব প্রতিনিধি– বাংলায় দলের বিপর্যয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে শুরু করল সিপিএম। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে একজন বাদে সমস্ত প্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছে। যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিকাশ ভট্টাচার্য তৃতীয় স্থানে থাকতে পেরে জামানত বাঁচাতে পেরেছেন। সিপিএমের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আশা ছিল রায়গঞ্জ এবং মুর্শিবাদাদের আসন দুটি তাদের দখলে থাকবে। পাশাপাশি বামেদের শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দলের কোনও মূল্যায়ন মেলেননি। উল্টে বামেদের শক্তিক্ষয় হয়েছে।

সোমবার দিল্লিতে সিপিএমের পলিটব্যুরোর বৈঠকে বাংলায় বামেদের শক্তিক্ষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা।

২০২১ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে দলের কিভাবে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব, সেব্যাপারে ভেবে কোনও কুলকিনারা পাচ্ছেন না দলের শীর্ষ নেতারা।

দলের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র দলের বিপর্যয় নিয়ে শীর্ষ রিপোর্ট দিয়েছেন। আর এই রিপোর্টে নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

বাম্েদের অধিকাংশ ভোট যে রামের দিকে গিয়েছে, সেটা পুরোপুরি নিশ্চিত সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কারা কারা এই কাজ করেছে, সেটাও খোঁজ করতে শুরু করেছেন তাঁরা। তৃণমূলকে ঠেকাতে গিয়েই বাংলা থেকে দল কোনও খাতা খুলতে পারেনি।

আগামী সাত জুন থেকে দিল্লিতে তিনদিনের সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসছে। এই বৈঠকেই ফের হারের বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আলোচনা হবে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পলিটব্যুরোর বৈঠকে হারের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে তারা। পলিটব্যুরোর পক্ষ থেকে রাজ্য নেতৃত্বকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, হারের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

দলের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাতে হিংসা এবং সন্ত্রাসের বাতাবরণের মধ্যে ভোট হয়েছে। বিজেপি নির্বাচনে প্রচুর টাকা খরচ করেছে। এব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। দলীয় কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। মোট দুই বামকর্মীর প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে.।

উচ্চ মাধ্যমিকে তৃতীয় মৃন্ময় হতে চায় ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি— এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৯৪ নম্বর পেয়ে সম্ভাব্য তৃতীয় হল গোবরডাঙা খাঁটুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মৃন্ময় মণ্ডল। সকাল থেকেই উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ নিয়ে টিভির দিকেই নজর ছিল তাঁর। তৃতীয় হিসেবে মৃন্ময়ের নাম ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বাসে ভেসে ওঠে মৃন্ময় ও তাঁর পরিবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিষ্টি হাতে প্রতিবেশীদের তার বাড়িতে দেখা যায়। ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায় মৃন্ময়। ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চায় বলে জানায় সে। মৃন্ময়ের বাবা তাপস মণ্ডল কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। তাদের আদিবাড়ি স্বরূপনগর থানার পূর্বালি নিমতলা এলাকায়। বাড়ি থেকে তাঁর স্কুলের দূরত্ব অনেকটা হওয়ায় গোবরডাঙা বিবেক পাড়ায় ভাড়া থাকে সে। বাবা-মা কষ্ট করে মানুষ করছেন, লেখাপড়া করাচ্ছেন। বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করতে চায় বলে জানায় মৃন্ময়। ভালো ফলাফল করার জন্য দিন ৮-৯ ঘন্টা পড়াশোনা করতো বলেও জানায় সে। যদিও ছেলের এই ফলাফলে খুশি হলেও ছেলে যে ডাক্তারি পড়তে চায়, কিন্তু ডাক্তারি পড়ার খরচ কিভাবে জোগাড় করবেন তা নিয়ে চিন্তিত মা লিপিকা মণ্ডল। যদিও ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করতে সবরকম চেষ্টা করবেন বলেও জানান তিনি।

উচ্চ মাধ্যমিকে তৃতীয় সুক্রিয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ মে– উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যে যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান পেয়েছে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুলের ছাত্র সুক্রিয় চক্রবর্তী। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সুক্রিয়র প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪। তাঁর বাবা ব্যাঙ্ক কর্মী সুস্মিত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ছেলে প্রথম থেকেই লেখাপড়ায় মনোযোগী। মাধ্যমিকেও ভালো রেজাল্ট করেছিল। মা স্কুল দফতরের কর্মী। তাঁর তিনজন প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। আবৃত্তি তাঁর নেশা। তবে গত দু বছর পড়াশোনার চাপে আবৃত্তি করা বন্ধ ছিল। অপর দিকে ওই স্কুলের ছাত্র পুষ্পেন্দু খাঁ উচ্চ মাধ্যমিকে পঞ্চম হয়েছে (৪৯১) । পূর্ব বর্ধমানের মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দিরের অর্ধেন্দু মৌলি ঘোষ যুগ্মভাবে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছেন। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০। মাধ্যমিকেও অর্ধেন্দু এই স্কুল থেকেই ষষ্ঠ স্থান পান।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
(CIN : L45201WB1996PLC077451)
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com **ইমেল** : info@dynamicarchistructures.com

৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বারো মাসের নিরীক্ষত আর্থিক ফলাফল

(ইপিএস ব্যতীত কোটি টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.১৯	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত চলতি বর্ষের অর্থাঙ্ক ৩১.০৩.১৯	পূর্ব বর্ষের অনুরূপ সমাপ্ত তিন মাস ৩১.০৩.১৮
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	০.১১	১.৪২	০.১৩
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব #)	০.১৩	১.৩০	০.০৬
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.১৩	১.৩০	০.০৬
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	০.১৩	১.০৯	০.০৬
৫.	মোট সামগ্রিক আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	০.১৩	১.০৯	০.০৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মুল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্ষের ব্যালেন্সসিট অনুযায়ী	১৪.৭০	১৪.৭০	১৪.০১
৮.	আয় শেয়ার পিছু (প্রতিটি ১০ টাকা) (চালু এবং বন্ধের সময়ের জন্য)			
	ক মূল	০.২৫	২.১৭	০.১১
	খ মিশ্র	০.২৫	২.১৭	০.১১

দ্রষ্টব্য :
ক. উল্লিখিত তিন মাস/বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাস/বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহের) ওয়েবসাইট এবং তালিকাভুক্ত সংস্থা থেকে। (ইউআরএল দাখিল)
খ. #- প্রযোজ্য মতে ইন্দ-এএস রুলস/এস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা সমন্বিত।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
স্বা/-
দানমল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00581351

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭-০৫-২০১৯